International Journal of Applied Research 2019; 5(8): 217-229

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(8): 217-229
www.allresearchjournal.com
Received: 07-06-2019
Accepted: 09-07-2019

সুজয় দাস
গবেষক সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Correspondence
সুজয় দাস
গবেষক সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বৈদিক পরম্পরানুসারে আর্থিক সমৃদ্ধিতে পশুপালনের ভূমিকা

সুজয় দাস

বিশেষ শব্দসূচী
পঞ্চগব্য, বৃষভ, বৃষ বৃষণ, ঋষভস্য, অহন্যা, অঘ্ন্যা, গোষ্ঠ, ব্রজ, পশুপ, গব্যূতি, গোপাঃ, যমিনী, করিষ্, শকৃৎ, করীষিণী, বেতনোপগ্রাহিক, করপ্রতিকর, ভগ্নোৎসৃষ্টক, ভাগানুপ্রবিষ্টক, ব্রজপর্যগ্র, নষ্ট, বিনষ্ট, ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত, দেশ, ইত্যাদি

সারসংক্ষেপ
এই প্রবন্ধে বৈদিক সাহিত্য এবং বেদোত্তর সাহিত্য থেকে আর্থিক সমৃদ্ধিতে পশুপালনের ভূমিকা সম্বন্ধিত তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীন ভারতীয়দের আর্থিক ব্যবস্থার একটি সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বৈদিক পরম্পরানুসারে আর্থিক সমৃদ্ধিতে পশুপালনের ভূমিকা যেমন- পশুদের শ্রেণীবিভাগ, পশুপালনের গুরুত্ব, পশুসম্পদের উপযোগীতা, পশুপালনের সুরক্ষা এবং পরিচর্যা, বৈদিক পরবর্তী সাহিত্যে পশুপালনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই সব বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক পরবর্তী সাহিত্যে থেকে সংগ্রহ করে প্রবন্ধটিকে গৌরবপূর্ণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা
সভ্যতার অরম্ভ থেকেই পশুসম্পদের অপরিসীম গুরুত্ব অবলোকন করে মানবজাতি পশুসম্পরের বিকাশ এবং প্রবন্ধনের সুব্যবস্থিত-রূপ প্রদান করেছিল। পশুপালনের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক কৃষিকার্যের প্রাথমিক কাল থেকেই চলে আসছে। অর্থশাস্ত্রে কৃষির সঙ্গে পশুপালনকে বার্তার অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয়েছে। ধীরে ধীরে বিকাশশীল সমাজে মানবজাতি পশুপালনকে জীবিকার মহত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে গ্রহণ করে। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে কৃষি এবং পশুপালন আর্থিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীযুগেও পশুপালন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভরূপে পরিচিত ছিল। সুতরাং প্রাচীনকালিন ভারতবর্ষের আর্থিক সমৃদ্ধিতে বৈদিক পরম্পরানুসারে পশুপালনের গুরুত্ব অবশ্যই অলোচনার অপেক্ষা রাখে। তাই এই প্রবন্ধে বৈদিক সাহিত্য এবং বেদোত্তর সাহিত্য থেকে পশুপালন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পশুদের শ্রেণীবিভাগ

বৈদিকযুগের অর্থনীতি কৃষি এবং পশুপালনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাই বৈদিকগণ কৃষির পাশাপাশি পশুপালনকেও গুরুত্ব দিয়েছিল। 'পশ্যতি ইতি পশুঃ' –এই নির্বচনের আধারে ব্যাপক অর্থে দর্শন শক্তি প্রাপ্ত সকল প্রাণীই পশু। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে প্রজাপতির দ্বারা দৃষ্ট হওয়ার কারণেই পশু বলা হয়[1]। আকৃতি, বর্ণ, রূপ এবং ব্যবহারের সমানতার উপর নির্ভর করে পশুদের বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, পঞ্চবিধ এবং সপ্তবিধ পশুদের বর্ণনা পাওয়া যায়। দুই ভাগে বিভক্ত পশুদের মধ্যে গ্রাম্য এবং আরণ্য পশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে–

পশূন্তাঁশ্চক্রেবায়ব্যানারণ্যান্গ্রাম্যাশ্চয়ে।
ঋ.বেদ–১০.৯০.৮)

সায়ণাচার্য 'আরণ্য' পশু অর্থে হরিণ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি এবং 'গ্রাম্য' পশু অর্থে গায়, অশ্ব ইত্যাদি পশুদের বুঝিয়েছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও গ্রাম্য পশুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ হয়েছে– থচ্ছমশ্রুণস্তৎ পুরুষাণাং রূপং যৎ তূপরস্তদশ্বানাং যদন্যতোদন্ তদ্গবাং যদব্যা ইব শফাস্তদবীনাং যদজস্তদজানা–প্লেতাবন্তো বৈ গ্রাম্যাঃ পশবস্তান্'। (তৈ.সং.– ২.১.১.৫) অর্থাৎ যাদের শ্মশ্রু (দাঁড়ি) আছে, তারা পুরুষের রূপ, যারা শৃঙ্গরহিত (শিং–বিহীন) তারা অশ্ব–জাতীয়, যাদের দন্তপাটি নীচে তারা গো–জাতীয়, মহিষের খুরের মত শফ বিশিষ্ট যারা তারা অজ–জাতীয় (ছাগল)– এগুলি গ্রাম্য পশুশ্রেণী। সুতরাং এখানে উভয়বিধ পশুর পার্থক্য সুস্পষ্ট। আবার অথর্ববেদে তিনি দুটি খুরযুক্ত পশু, শ্বাপদ (ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদি), পক্ষী, সরীসৃপ (বিভিন্ন সর্প, গিরগিট জাতীয়), হস্তি, বাঁদর, নাদেয় ইত্যাদি অরণ্যে জাত প্রাণীদের আরণ্য পশু এবং গায়, অশ্ব, অজ (ছাগল), গর্দভ (গাধা) পুরুষ, অবি (ভেড়া), উষ্ট্র (উঁট) ইত্যাদি গ্রামে উৎপন্ন প্রাণীদের গ্রাম্য পশু বলে উল্লেখ করেছেন। অথর্ববেদে গায়, অশ্ব, পুরুষ, অজ (ছাগল) এবং অবয় (ভেঁড়া) –এই পাঁচটি পশুকে একত্রে পঞ্চবিধ পশু বলা হয়েছে–

তমেব পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ। (অ.বেদ–১১.২.৯)

শতপথ ব্রাহ্মণেও[2] পাঁচ প্রকার পশুর উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে[3] গায়, অশ্ব, অজ (ছাগল), ভেঁড়া, পুরুষ, গাধা এবং উঁট –এই সাতটি গ্রাম্য পশুর নাম উল্লেখ আছে। এছাড়াও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[4] অজ (ছাগল), অশ্ব, গায়, মহিষ, বরাহ, হস্তী এবং অশ্বতরী(খচ্চর) –এদের সাতপ্রকার প্রাণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈদিকযুগে গ্রামে গায়, অশ্ব, অজ (ছাগল), ভেঁড়া, গাধা, উঁট প্রভৃতি পশুদের গৃহপালিতরূপে পালন করা হত এবং এখান থেকেই দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, পশম ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির চাহিদা পূরণ হত। সুতরাং তৎকালিন সময়ে বৈদিক অর্থনীতিতে গ্রাম্য পশুপালনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

পশুপালনের গুরুত্ব

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে কৃষি এবং পশুপালনের আর্থিক সমৃদ্ধিতে বিশেষ যোগদান ছিল। পশুসম্পদ বৃদ্ধি প্রাচীন ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচয়ের মানদণ্ডরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এজন্য পশুদের পালন–পোষণ, প্রজনন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বৈদিক ঋষিগণ বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। বৈদিক ঋষিগণ পরিস্থিতি ও পরিবেশের অনুকূলে কৃষি এবং মানবজাতির আবশ্যকতা পূর্তির জন্য পশুসম্পদের গুরুত্ব প্রতিস্থাপন করেছিলেন। এমনকি পশুসম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হত। এছাড়াও পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগের সময় পশুসম্পদকেও ভাগ করে দেওয়া হত। অথর্ববেদে পশুদের প্রজারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে– 'প্রজাস্বাত্মসু গোষু' (৩.১৫.৭)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঋষি গো–পালন এবং গো–সম্পদ বৃদ্ধির আহ্বানের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন–

পুনরেতানিবর্তন্তামাস্মিন্পুষ্যন্তুগোপতৌ।
ইহৈবাগ্নেনিধারয়েহতিষ্ঠতুযারয়িঃ।।

[1] যদপশ্যৎ তস্মাদেতে পশবঃ (শত. ব্রা.– ৬.২.১.২)

[2] 'সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারণ্যাস্তানেবৈতদুভয়ান্প্রজনয়তি।।' (শত.ব্রা.– ৩.৮.৪.১৬)

[3] যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপস্তেষাং সপ্তানাং ময়ি রন্তিরস্তু।। (অ.বেদ– ৩.১০.৬)

[4] 'সপ্ত বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো, ইব গ্রাম্যান্পশূন্ রুন্ধে য এবং বেদ' (ঐ.ব্রা.–২.১৭)

ঋ.বেদ- ১০.১৯.৩)
যন্নিয়ানংন্যয়নংসংজ্ঞানংযৎপরায়ণম্।
আবর্তনংনিবর্তনংযোগোপাঅপিতংহবে।।
(ঋ.বেদ- ১০.১৯.৪)

পশুসম্পদের উপযোগীতা

গো-সম্পদ থেকে দুগ্ধ, দই. ঘৃত ইত্যাদি পুষ্টিগুণযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যায়[5]। তৈত্তিরীয় সংহিতায়[6] যজমানকে দুগ্ধবতী পশু লাভ করার জন্য বলা হয়েছে, উদুম্বর (ডুমুরবৃক্ষ) যেমন বহুফল যুক্ত হয় সেইরূপ পশুও অধিক ক্ষীরযুক্ত (দুগ্ধবতী) হয়। এই বেদে পশুদের খাদ্যের কারণ বলা হয়েছে। আবার এদের বলেরও কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই বেদিকযুগে পশুপালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঋষি প্রার্থনা করেছেন- সং পশ্যামি প্রজা অহমিড়প্রজসো মানবীঃ। সর্বা ভবন্তু নো গৃহে।। অন্ন স্থান্নো বো ভক্ষীয় মহঃ স্থ মহো বো ভক্ষীয় সহঃ স্থ সহো বো ভক্ষীয়োর্জঃ স্থোর্জং বো ভক্ষীয় রেবতী (তৈ.সং.- ১.৫.৬.১,২) অর্থাৎ আমি গৃহপালিত পশুদের দেখব। আমাদের গৃহে পুত্র,মিত্র, ও গবাদি পশু সর্বদা থাকুক। হে পশুগণ! তোমরা খাদ্যের কারণ হও, তোমাদের ক্ষীর, ঘৃতাদি খাদ্য আমরা ভক্ষণ করব, তোমরা যাগাদি দ্বারা পূজ্য হও, তোমাদের ক্ষীরাদি আমরা ভক্ষণ করব, তোমরা বলের কারণ হও, তোমাদের বলকর ঘৃতাদি আমরা ভক্ষণ করব। এছাড়াও এদের থেকে প্রাপ্ত গোবর, গোমূত্র কৃষিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দুগ্ধ, দই. ঘৃত. গোবর এবং গোমূত্র এই পাঁচটি গো-সম্পদ থেকে প্রাপ্ত পদার্থকে একত্রে 'পঞ্চগব্য' বলা হয়। আবার গোবংশ থেকে প্রাপ্ত বলদ বা ষাড় কৃষিকার্যে লাঙ্গল এবং গাড়ি (শকট) টানার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১০.১০২) ষাড়কে (বৃষভ) যুদ্ধে ব্যবহার করার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে 'বৃষভ'[7], 'বৃষ'[8] এবং 'বৃষণ'[9] ইত্যাদি শব্দ ষাড় অথবা বলদ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। আবার নিম্নোক্ত একটি মন্ত্রে (ঋ.বেদ- ৬.২৮.৮) উল্লেখ্য 'ঋষভস্য' পদটি সায়ণ 'ঋষভস্য গবাংগর্ভমাদধানস্যবৃষভস্য' -এইরূপ অর্থ করেছেন।

পশুপালনের সুরক্ষা এবং পরিচর্য্যা

বৈদিকযুগে প্রধান গ্রাম্য অর্থাৎ গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোজাতির (গায়) স্থান সর্বোপরি ছিল। গায় ছাড়াও বেদে অশ্ব, অশ্বতরী, বরাহ, অজ, অবয় (ভেঁড়া) ইত্যাদি অনেক গৃহপালিত পশুদের বর্ণনা পাওয়া যায়[10]। বৈদিক সূক্তগুলিতে দেবতাদের নিকট গোজাতির সুরক্ষা এবং পুষ্টি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে ঋষি পূষাদেবতার নিকট নিজের গো-সম্পদ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছেন[11]। এই অনুরূপ মন্ত্র তৈত্তিরীয় সংহিতাতাও পাওয়া যায়[12]। অথর্ববেদেও সমগ্র পশুজাতিকে রক্ষা করার জন্য রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে-

য ঈশে পশুপতিঃ পশূনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্।
নিষ্ক্রীতঃ স যস্তিয়ং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানং সচন্তাম্।। (অ.বেদ- ২.৩৪.১)

তিনি পশুদের রক্ষক এবং পালক- 'যঃ পশুপতিঃ পশূনাং পালয়িতা রুদ্রঃ চতুষ্পদাম্ গবাদীনাং পশূনাম্ ঈশে ঈষ্টে নিয়ন্তা ভবতি' (অ.বেদ-২.৩৪.১, সায়ণ-ভাষ্য), এইজন্য রুদ্রদেবকে 'পশুপতি' বলে সম্বোধন

---

[5] সং সিঞ্চামি গবাং ক্ষীরং সমাজ্যেন বলং রসম্।
সংসিক্তা অস্মাকং বীরা ধ্রুবা গাবো ময়ি গোপতৌ।। (অ.বেদ- ২.২৬.৪)
আ হরামি গবাং ক্ষীরমাহার্ষং ধান্যং রসম্। (অ.বেদ- ২.২৪.৫.)
ইহ পুষ্টিরিহ রস ইহ সহস্রসাতমা ভব। পশূন্ যমিনি পোষয়।। (অ.বেদ- ৩.২৮.৪)

[6] ভবত্যূর্ধ্বা উদুম্বর ঊর্ক্ পশব ঊর্জৈবাস্মা ঊর্জে পশূনব রুন্ধে।। (তৈ.সং- ২.১.১.৬)

[7] উপঋষভস্যরেতস্যুপেন্দ্রতববীর্যে।। (ঋ.বেদ- ৬.২৮.৮)
ন্যক্রন্দয়ন্নুপয়ন্তএনমমেহয়ন্বৃষভংমধ্যআজেঃ। (ঋ.বেদ- ১০.১০২.৫)
ককর্দবেবৃষভোযুক্তআসীদবাবচীৎসারথিরস্যকেশী। (ঋ.বেদ- ১০.১০২.৬)
ইমংতংপশ্যবৃষভস্যযুঞ্জংকাষ্ঠায়ামধ্যেদ্রুঘণংশয়ানম্। (ঋ.বেদ- ১০.১০২.৯

[8] বৃষাযদাজিংবৃষণাসিষাসসিচোদয়ন্বধ্রিণাযুজা।। (ঋ.বেদ- ১০.১০২.১২)

[9] আরশ্মযোগভস্ত্যোঃস্থূরযোরাধ্বন্নশ্বাসোবৃষণোযুজানাঃ।। (ঋ.বেদ- ৬.২৯.২)
ঋ.বেদ- ১০.১০২.১২ (পূর্বোক্ত)

[10] তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।। (বা.সং.-৩১.৮)

[11] পূষাগাঅন্বেতুনঃপূষারক্ষত্ববর্বতঃ। পূষাবাজংসনোতুনঃ।। (ঋ.বেদ- ৬.৫৪.৫)
মাকির্ণেশন্মাকীরিষন্মাকীংসংশারিকেবটে। অথারিষ্টাভিরাগহি।। (ঋ.বেদ- ৬.৫৪.৭)

[12] তৈ.সং.- ৪.১.১১.১১ (ঋ.বেদ- ৬.৫৮.৫ অনুরূপ মন্ত্র)

করা হয়েছে – 'পশূনাং পতয়ে নমো' এবং 'পশুপতয়ে চ নমো' (বা.সং.- ১৬.১৭, ২৮)। এবং 'রুদ্রং তনিন্মা পশুপতিম্' (তৈ.সং.- ১.৪.৩৬.১)। এজন্য ব্যক্ত হয়েছে – 'রুদ্রঃ পশুনাম্' (তৈ.সং.- ১.৮.১০.২) অর্থাৎ পশুদের জন্য রুদ্র। শতপথ ব্রাহ্মণেও রুদ্রকে পশুর পতি (রক্ষক বা পালক) বলে উল্লেখ করা হয়েছে[13]। এইজন্য রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যে, তিনি যেন পুত্র, পৌত্র, মনুষ্য, গো-জাতি এবং অশ্ব না মারেন[14]। আবার অথর্ববেদে বায়ুদেবকেও পশুদের রক্ষক বলা হয়েছে। তিনি রক্ষা করার জন্য পশুদের সঙ্গে থাকেন[15]। গোশালা থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসা পশুদের (গৃহপালিত) বায়ুদেবকে রক্ষকরূপে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও উল্লেখ করা হয়েছে-

> 'বায়বঃস্থেত্যাহ। বায়ুর্বা অন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষাঃ। অন্তরিক্ষদেবত্যা খলু বৈ পশবঃ। বায়ব এবৈনান্ পরিদদাতি'
> তৈত্তি.ব্রা.- ৩.২.১.৪)।

বেদে গো-পালন প্রবিধির সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ হয়। গো-জাতির আহার, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি, হঠাৎ আগত বিপদ, রোগ, আরোগ্য প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বৈদিক সাহিত্যে সন্নিবেশ আছে। গো-সম্পদের অভূতপূর্ব ব্যবহারের কারণেই ভারতীয় সমাজে গো-জাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পূজনীয় স্থান প্রদান করা হয়েছে। এজন্য গায়কে বেদে 'অহন্যা' বা 'অঘ্ন্যা' (অহিংসা) পশুরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক ঋষিগণ গো-জাতিকে 'অঘ্ন্যা হি গোঃ' বলে সম্বোধন করেছেন[16]। সায়ণাচার্য 'অঘ্ন্যা' শব্দের অর্থ করেছেন – 'অঘ্ন্যাগোনামৈতৎ অহননীয়াগৌঃ', 'অঘ্ন্যাঃ অহন্ত-ব্যাযাগোঃ'। আবার যাস্কাচার্য 'অঘ্ন্যা' শব্দের অর্থ করেছেন –'অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবতি অঘঘ্নী ইতি বা' (নিরু.- ১১.৪৩)। বৈদিকরা গো-পালনকে পবিত্র কর্ম বলে মনে করত। এই গো-সম্পদই তাদের বিশেষ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হত। আর্থিক দৃষ্টিতে সমাজে গো-সম্পদের অধিক মহত্ব বিচার করে বৈদিকজাতি নিজেদের এতটাই সুখী মনে করত যে, যেসব স্থানে শৃঙ্গযুক্ত এবং শীঘ্রগামী গায় থাকে সেখানে বিষ্ণুকে আহ্বান করা হয়েছে। এই স্থানকে দেবতাদের বাসস্থানরূপে কল্পনা করা হয়েছে-

> তাবাংবাস্তূন্যুশ্মসিগমধ্যৈযত্রগাবোভূরিশৃঙ্গাঅয়াসঃ।
> অত্রাহতদুরুগায়স্যবৃষ্ণঃপরমংপদমবভাতিভূরি।।
> (ঋ.বেদ- ১.১৫৪.৬)

বৈদিকযুগে গায়কে অত্যধিক মহত্ব দেওয়ার অন্যতম কারণ হল যজ্ঞে গো-সম্পদের উপযোগিতা। যজ্ঞের জন্য প্রদত্ত হবির মধ্যে আজ্য বা ঘৃত প্রধান আহুতি দ্রব্য। মন্ত্র এবং যজ্ঞ পরস্পর সম্পৃক্ত। মন্ত্র যেখানে ব্রাহ্মণের (হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা) মধ্যে অবস্থিত থাকে, সেরূপ হবি সেখানে গাভীদের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং দুটিই যজ্ঞের অনিবার্য তত্ব হওয়ার জন্য পূজনীয়রূপে স্বীকার্য[17]। এজন্য বেদে গো-সম্পদকে ধন-সম্পত্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অগ্নি, ইন্দ্র. অশ্বিনদ্বয়, রুদ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদের নিকট গো-সম্পদ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে[18]। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে যে, প্রজাপতি পশুদের সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিরপূর্বে তিনি একাই প্রজা ও পশু সৃষ্টির কামনা করলেন। তিনি শরীর থেকে বপা উদ্ধৃত করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন, সেখান থেকে শৃঙ্গরহিত অজ উৎপন্ন হল। তাকে তার অনুরূপ দেবতাকে অর্পণ করে তিনি প্রজা ও পশু লাভ করলেন। এজন্য পশুকামনায় প্রজাপতি যাগ বা পশুকাম যাগ করে অনেক পশু লাভ করা

---

[13] 'পশূনাং পতী রুদ্রোঽগ্নিরিতি' (শত.ব্রা.- ১.৭.৩.৮)

[14] মানস্তোকেতনয়েমানআয়োমানোগোষুমানোঅশ্বেষুরীরিষঃ। (ঋ.বেদ-১.১১৪.৮)

[15] ইহ যন্তু পশবো যে পরেয়ুর্বায়ুর্যেষাং সহচারং জুজোষ। (অ.বেদ- ২.২৬.১)

[16] 'অঘ্ন্যেয়ংসাবর্ধতাম্' (ঋ.বেদ- ১.১৬৪.২৭),
'অঘ্ন্যেবিশ্বদানীম্' (ঋ.বেদ- ১.১৬৪.৪০)
'অঘ্ন্যায়াস্পার্হাদেবস্যমংহনেবধেনোঃ'।। (ঋ.বেদ- ৪.১.৬),
'সুপ্রপাণংভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ' (ঋ.বেদ- ৫.৮৩.৮)
'যোঅঘ্ন্যায়াভরতিক্ষীরম্' (ঋ.বেদ- ১০.৮৭.১৬)

[17] ভদ্রংগৃহংকৃণুথভদ্রবাচোবৃহদ্বোবয়উবাচ্যতেসভাসু।। (ঋ.বেদ- ৬.২৮.৬)
যাদেবেষুতন্বমেরয়ন্তযাসাংসোমোবিশ্বারূপাণিবেদ।
তাঅস্মভ্যংপয়সাপিন্বমানাঃপ্রজাবতীরিন্দ্রগোষ্ঠেরিরীহি।। (ঋ.বেদ- ১০.১৬৯.৩)

[18] প্রজাপতির্মহ্যমেতাররাণোবিশ্বৈর্দেবৈঃপিতৃভিঃসংবিদানঃ।
শিবাঃসতীরুপনোগোষ্ঠমাকস্তাসাংবয়ংপ্রজয়াসংসদেম।। (ঋ.বেদ- ১০.১৬৯.৪)
'গাবোভগোগাবইন্দ্রোমেঅচ্ছান্গাবঃ' (ঋ.বেদ- ৬.২৮.৫)
সং বঃ সৃজত্বর্যমা সং পূষা সং বৃহস্পতিঃ।
সমিন্দ্রো যো ধনঞ্জয়ো ময়ি পুষ্যত যদ্ বসু।। (অ.বেদ- ৩.১৪.২)

যায়[19]। প্রজাপতিই সর্বপ্রথম পশুজাতি সৃষ্টি করেছিলেন– 'প্রজাপতিঃ পশূনসৃজত' (তৈ.সং.- ২.৪.৪.৩)। সুতরাং প্রজাপতি পশুদের সৃষ্টি কর্তা সেজন্য পশুকামনায় প্রজাপতির যাগের দ্বারা প্রভূত পশু লাভ হয়। এই সংহিতার অন্য স্থানে উক্ত হয়েছে যে, পশুকাম ব্যক্তি ছত্রিশ অক্ষরযুক্ত বৃহতী ছন্দ এবং আটচল্লিশ অক্ষরযুক্ত জগতী ছন্দের অনুষ্ঠান করে পশুলাভ করবে[20]। ঋগ্বেদে একটি সূক্তে (৬.৫৪) ঋষি গো-সম্পদ বৃদ্ধি এবং তাদের রক্ষার জন্য পূষা দেবতার নিকট প্রার্থনা করেছেন। ঋগ্বেদে একটি সম্পূর্ণ সূক্তে (৬.২৮) এবং অথর্ববেদে একটি সম্পূর্ণ সূক্তে (৩.১৪) গো-সম্পদের মহত্ব ও গো-জাতির সুরক্ষা, পরিচর্য্যা এত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। গাভীদের দেখাশুনা করার জন্য পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এদের বিশুদ্ধ বায়ু, বলকারক তৃণ, পত্র এবং প্রাণ-পরিতৃপ্তিকর শুদ্ধ জল প্রদান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

প্রজাবতীঃসূযবসংরিশন্তীঃশুদ্ধাঅপঃসুপ্রপাণেপিবন্তীঃ।
মাবঃস্তেনঈশতমাঘশংসঃপরিবোহেতীরুদ্রস্যবৃজ্যাঃ।।
(ঋ.বেদ- ৬.২৮.৭)
ময়োভূর্বাতোঅভিবাতূস্রাঊর্জস্বতীরোষধীরারিশন্তাম্।
পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃপিবন্তবসায়পদ্বতেরুদ্রমৃড।।
(ঋ.বেদ- ১০.১৬৯.১)

এজন্য ইন্দ্রদেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে–

উপেদমুপপর্চনমাসুগোষূপপৃচ্যতাম্।
(ঋ.বেদ- ৬.২৮.৮)

অর্থাৎ হে ইন্দ্র তোমার বলাধনের জন্য গো-জাতিকে পুষ্টি প্রদান কর। তৈত্তিরীয় সংহিতায় রথে (গাড়ি) বৃষভকে (ষাড়) সংযোজনের পূর্বে পুষ্টিগুণযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা পুষ্টি বিধানের কথা বলা হয়েছে–

পুনর্নিষ্কৃতো রথো দক্ষিণা পুনরুৎস্যূতং বাসঃ পুনরুৎসৃষ্টোঽনড্বান্ পুনরাধেয়স্য সমৃদ্ধ্যৈ। (তৈ.সং.- ১.৫.২.৩)। এছাড়া অথর্ববেদেও[21] পুষ্টিযুক্ত আহারের পোষণের উল্লেখ আছে। সুতরাং গো-জাতির পুষ্টিযুক্ত আহারের প্রতি তৎকালিন সময়ে ধ্যান দেওয়া হত। পশুদের পর্যাপ্ত জল ও ঔষধির প্রয়োজনের জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে, তিনি যেন স্বর্গের যোগ্য, শোভনরূপে গমনশীল, জলযুক্ত, বৃহৎ, জলের মধ্যরূপ, ঔষধির বৃদ্ধিকারক অথবা ঔষধির গর্ভরূপ, সর্বত্র বৃষ্টি বর্ষণ করে বিশ্বকে পরিতৃপ্তদায়ক, বৃষ্টি অভিলাষী সকল প্রাণীকে বৃষ্টি দ্বারা তৃপ্তিদাতা, ধনময় দেশে স্থিতকারী সরস্বান্ দেবকে যেন গাভীদের সঙ্গে গোশালাতে স্থাপিত করে[22]। আবার গাভীকে সোমরস ভক্ষণ করার কথাও বলা হয়েছে–

'গাবঃসোমস্যপ্রথম-স্যভক্ষঃ।'
(ঋ.বেদ-৬.২৮.৫)

অর্থাৎ গো-জাতিকে হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণ প্রদান করবে। সম্ভবত গো-জাতিকে সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন এবং নিরোগ রাখার জন্যই সোমরস পান করানো হত। গাভীরা যে স্থানে বসবাস করে অর্থাৎ অবস্থান করে সেই স্থানকে ঋগ্বেদ[23], যজুর্বেদ[24], অথর্ববেদ[25] এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[26] 'গোষ্ঠ' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে সায়ণাচার্য 'গোষ্ঠ' শব্দের 'গাবোগোষ্ঠেন্যসদন্ নিষীদন্তি', 'গোষ্ঠে অস্মদীয়েগবাংস্থানে সীদন্তু-পবিশন্তু', 'গোষ্ঠং গাবঃপ্রবিশন্তি 'অর্থাৎ 'গাভীগণ যেখানে উপবেশন করে অথবা প্রবেশ করে' -এইরূপ অর্থ করেছেন। যজুর্বেদে উব্বট 'গোষ্ঠ' শব্দের অর্থ

[19] প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ সোঽকাময়ত প্রজাঃ পশূন্সৃজেযেতি স আত্মনো বপামুদক্খিদৎ তামগ্নৌ প্রাগৃহ্ণাৎ ততোঽজস্তূপরঃ সমভবৎ তং স্বাযৈ দেবতায়া আঽলভত ততো বৈ স প্রজাঃ পশূনসৃজত যঃ প্রজাকামঃ। (তৈ.সং.- ২.১.১.৪), 'যজতে প্রজাপতিঃ খলু বৈ পশূনসৃজত' (তৈ.সং.- ২.৪.১১.৯)

[20] 'ষটত্রিংশতমনু ব্রুয়াৎ পশুকামস্য ষটত্রিংশদক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ পশবো বৃহত্যৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে' (তৈ.সং.- ২.৫.১০.১১)
'অষ্টাচত্বারিংশতমনু ব্রুয়াৎ পশুকামস্যাষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জগতাঃ পশবো জগত্যৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে' (তৈ.সং.- ২.৫.১০.১৩)

[21] রায়স্পোষেণ বহুলা ভবন্তীর্জীবা জীবন্তীরুপ বঃ সদেম।। (অ.বেদ- ৩.১৪.৬)

[22] দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং বৃষভমোষধীনাম্।
অভীপতো বৃষ্ট্যা তর্পয়ন্তমা নো গোষ্ঠে রয়িষ্ঠাং স্থাপয়াতি।। (অ.বেদ- ৭.৩৮.১)

[23] নিগাবোগোষ্ঠেঅসদন্নিমৃগাসোঅবিক্ষত। (ঋ.বেদ- ১.১৯১.৪)
আগাবোঅগ্মন্নুতভদ্রমক্রন্ত্সীদন্তুগোষ্ঠেরণয়ন্ত্বস্মে। (ঋ.বেদ- ৬.২৮.১)
উতত্বাগ্নেমমস্তুতোবাশ্রায়প্রতিহর্ষতে। গোষ্ঠংগাবইবাশত।। (ঋ.বেদ- ৮.৪৩.১৭)

[24] গোষ্ঠেঽস্মিল্লোঁকেঽস্মিনক্ষয়ে। (বা.সং.-৩.২১)

[25] সং বো গোষ্ঠেন সুষদা সং রয্যা সংসুভূত্যা। (অ.বেদ- ৩.১৪.১)

[26] 'তস্মাৎধেদং ভরতানাং পশবঃ সায়ং গোষ্ঠাঃ সংতো মধ্যংদিনে' (ঐ.ব্রা.-৩.১৮)

করেছেন গোবাট অর্থাৎ গোদোহনস্থান বা গোশালা এবং মহিধরও এইরূপ একই অর্থ করেছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে[27] 'গোষ্ঠ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যার অর্থ হল 'গোশালা'। অথর্ববেদেও সায়ণাচার্য 'গোষ্ঠ' শব্দের 'গোশালা' অর্থই করেছেন[28]। এই সকল অর্থের উপর নির্ভর করে গেল্ডনর ব্যক্ত করেছেন যে, 'গোষ্ঠ' শব্দের দ্বারা 'গাভীদের দাঁড়িয়ে থাকার স্থান' এই অর্থ যতটা না প্রকাশ করে তার থেকে 'গাভীদের চারণ স্থান' এই অর্থই বেশি প্রকাশ করে[29]। সম্ভবত বৈদিকরা গৃহের সন্নিকটেই গোষ্ঠ বা গোশালা নির্মাণ করত। বেদে এই তথ্যের যথেষ্ট উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়[30]। ঋগ্বেদে 'ব্রজ' অর্থাৎ গোশালা (গোষ্ঠ) নির্মান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই স্থানই মনুষ্যগণের দুগ্ধাদি পানের জন্য উপযুক্ত[31]। সায়ণাচার্য 'ব্রজ' শব্দের অর্থ করেছেন 'গোষ্ঠ' (গোশালা), যেখানে দোহনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়- 'ব্রজং গোষ্ঠং কুরুধ্বং আশিরদোহার্থে গোস্থানং কুরুত' (ঋ.বেদ- ১০.১০১.৮- সায়ণ-ভাষ্য)। যজুর্বেদে একটি মন্ত্রে গোশালা জন্য 'গোষ্ঠান' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে- 'ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং বর্ষতু তে'। *(*বা.সং.- ১.২৫*)* -এই মন্ত্রাংশে 'বজ্র' গোশালা অর্থই গ্রহণযোগ্য- 'ব্রজো ঘোষঃ গোবাটো বা উচ্যতে। গোব্রজো বা পরিবৃতং বা গবাং স্থানম্' (উব্বট-ভাষ্য)। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে 'ব্রজ'পদটি গোশালা অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত আছে যে, যজমানেরা অধিক ধন আকাঙ্ক্ষা করে বহু গাভীযুক্ত গোষ্ঠ বা গোশালা অবলম্বন করেছে[32]। অর্থশাস্ত্রে[33] গায়, বলদ, অশ্ব, মহিষ, ভেঁড়া, ছাগল, উঁট ইত্যাদি পশুদের ব্রজ নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ এই সকল পশু গোষ্ঠে (ব্রজ) থাকতো। ম্যাকডোনেল এবং কীথের মতে 'ব্রজ' গো-চারণভূমি অথবা দুগ্ধবতী গাভী গ্রাম থেকে বেড়িয়ে যে স্থানে অবস্থান করে। এছাড়াও তাঁরা ব্রজ সম্বন্ধে গেল্ডনর, রাথ প্রভৃতি বিদ্বানদের মতামত ব্যক্ত করেছেন[34]। সম্ভবত ব্রজ চতুর্দিকে ঘেরা একটি স্থান-বিশেষ। যদিও এখানে গাভী ছাড়া বলদ, অশ্ব, মহিষ, ভেঁড়া, ছাগল ইত্যাদি পশু রাখা হত, কিন্তু গায়- বলদের প্রাধান্যতার জন্য এই স্থানের গোশালা নামকরণ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিগণ গো-জাতিকে গোশালাতেই সর্বদা আহ্বান করেছেন। গো-জাতির সুরক্ষার জন্য গোশালা অপরিহার্য, কারণ চোর এবং শত্রুদের থেকে রক্ষা গো-সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে হবে[35]। বল নামক অসুরের দ্বারা পশু চুরি এবং ইন্দ্রের দ্বারা পুনরায় উদ্ধার -এই বৃত্তান্ত[36] প্রমাণ করে যে তৎকালিন সময়ে পশু চুরি হত। এই কারণে পশুপালক দেবতার নিকট প্রার্থন করেছে-

> 'পৃতনাষাড়সি পশুভ্যস্ত্বা পশূঞ্জিন্বেত্যাহ প্রজা এব পশূননু সং তনোতি' (তৈ.সং.-৩.৫.২.১১)

এই গোশালা সুখকারক অর্থাৎ সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়, যেখানে গো-সম্পদ অল্প সময়ের মধ্যে হাজারও সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, যেমন মক্ষিকা ও শারিশাক নামক প্রাণী সমৃদ্ধ হয় এবং সেই গোশালাতে তারা চিরকাল জীবিত থাকবে। তাই বৈদিক ঋষি গাভীদের নিকট প্রার্থনা করেছেন-

> ইহৈব গাব এতনেহো শকেব।
> ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়ি সংজ্ঞানমস্তু বঃ।।
> (অ.বেদ- ৩.১৪.৪)
> শিবো বো গোষ্ঠে ভবতু শারিশাকেব পুষ্যত।
> ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়া বঃ সং সৃজামসি।।
> (অ.বেদ- ৩.১৪.৫)

এই গোশালাতেই গো-জাতি প্রসন্ন হয়ে উবেশন করে এবং তারা সেখানে নানা বর্ণযুক্ত সন্তান-সন্ততি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে উষাকালে ইন্দ্রদেবের জন্য দুগ্ধ প্রদান

---

[27] 'পশুষু চতুষ্পৎসু গোষ্ঠে' (তৈ.সং.- ২.৩.১৩.৮)

[28] অ.বেদ- ৩.১৪.১ (গোষ্ঠেন গোশালয়া। - সায়ণ-ভাষ্য)

[29] **Go-ṣṭha,** 'standing – place for cows,' denotes not so much a 'cowstall' as the 'grazing ground of cows,' as Geldner shows from a passage of the Aitareya Brāhmaṇa and from a note of Mahīdhara on the Vājasaneyi Saṃhitā. (Vedic index, Part-1, p.-240, উদ্ধৃতি)

[30] ঋ.বেদ- ৬.২৮.১ (পূর্বোক্ত), বা.সং.-৩.২১ (পূর্বোক্ত)
ময়া গাবো গোপতিনা সচধ্বময়ং বো গোষ্ঠ ইহ পোষয়িষ্ণুঃ।
(অ.বেদ- ৩.১৪.৬)

[31] ব্রজংকৃণুধ্বংসহিবোনৃপাণোবর্মসীব্যধ্বংবহুলাপৃথূনি। (ঋ.বেদ- ১০.১০১.৮)

[32] ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ।।
(তৈ.সং.- ৪.২.২.১০)

[33] গোমহিষমজাবিকং খরোষ্ট্রমশ্বাশ্বতরাশ্চ ব্রজঃ। (অর্থ.- ২.২২.৬)

[34] বৈদিক ইণ্ডেক্স, ভাগ-২, পৃ.- ৩৭৬ (দ্রষ্টব্য)

[35] নতানশন্তিনদভাতিতস্করোনাসামামিত্রোব্যথিরাদধর্ষতি।
(ঋ.বেদ- ৬.২৮.৩)

[36] সরমা-পণি সংবাদ সূক্ত (ঋ.বেদ-১০.১০)
'ইন্দ্রো বলস্য বিলমপৌর্ণোৎ স য উত্তমঃ পশুরাসীৎ তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যোদক্খিদৎ তং সহস্রং
পশবোঽনূদায়ন্তস উন্নতোঽভব' (তৈ.সং.- ২.১.৫.১)

করে[37]। সুতরাং বেদে বিশেষ করে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে গোশালা (গোষ্ঠ বা ব্রজ) সম্বন্ধিত যেসব তথ্য উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে একটি আদর্শ গোশালাতে প্রাপ্ত সকল গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। তাই এই গোশালাতে গাভী,অশ্ব ইত্যাদি পশু যাতে সুরক্ষিত হয়ে দিনের শেষে ফিরে আসে, তারজন্য বৃহস্পতি এবং অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিনীবালী নামক দেবপত্নীর নিকট নিবেদন করা হয়েছে–

ইমং গোষ্ঠং পশবঃ সং স্রবন্তু বৃহস্পতিরা নয়তু প্রজানন্।
সিনীবালী নয়ত্বাগ্রমেষামাজগ্মুষো অনুমতে নি যচ্ছ।। (অ.বেদ– ২.২৬.২)

ঋগ্বেদে পশুপালক অর্থে 'পশুপ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। সায়ণাচার্য এই শব্দটির অর্থ করেছেন– 'পশূনাং–পালয়িতাগোপঃ'। এই পশুপালক গো–চারণভূমিতে পশুদের চড়িয়ে গোধূলিবেলায় তাদের মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দিত[38]। তৈত্তিরীয় সংহিতায় গো–চারণভূমিকে 'গব্যূতি' বলা হয়েছে[39]। আবার এই বেদের অন্য একটি মন্ত্রে গোপালক অর্থে 'গোপাঃ' পদের প্রয়োগ আছে। এই মন্ত্রে গোপালকের কর্তব্য বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে–

যউদানড্ব্যয়নংযউদানটপরায়ণম্।
আবর্তনংনিবর্তনমপিগোপানিবর্ততাম্।।
(ঋ.বেদ– ১০.১৯.৫)

গোপালক চতুর্দিক থেকে গাভীগের খোঁজ করে একত্রিত করবে, সময়মত তাদের গৃহে নিয়ে আসবে, তাদের গো–চারণভূমিতে চড়াবে এবং অবশেষে সে কুশলপূর্বক গৃহে ফিরে আসবে। অথর্ববেদেও একই বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়–

সং সং স্রবন্তু পশবঃ সমশ্বাঃ সমু পূরুষা।
সং ধান্যস্য যা স্ফাতিঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি।। (অ.বেদ–২.২৬.৩)

আবার অর্থশাস্ত্রে বাছুর, রোগগ্রস্থ এবং বয়স্কা পশুদের যথাযত পরিচর্যা করার কথা ব্যক্ত হয়েছ -

বালবৃদ্ধব্যধিতানাং গোপালকাঃ প্রতিকুর্যুঃ। (২.৪৫.২৯)

গোপালকের কর্তব্য হল, শিকারী, চোর, হিংস্র, এবং শত্রুদের বিভিন্ন বাধা–বিপত্তি থেকে গাভীদের সাবধানে রেখে ঋতু অনুসারে সুরক্ষিত জঙ্গলে চড়ানো[40]।

অথর্ববেদে[41] পশুদের সমৃদ্ধির বিষয়ে মূলভূত তথ্যের নির্দেশ আছে। নিম্নোক্ত প্রস্তুত সন্দর্ভে পশুদের সমৃদ্ধি অর্থাৎ তাদের পুষ্টিগুণযুক্ত আহার–বিহার, পালন–পোষণ, সুরক্ষা, রোগ–উপচার ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– পশুদের শোভন (সতেজ ও সবুজ) ঘাসযুক্ত স্থানে থেকে ঘাস ভক্ষণ করা, উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করতে করতে কষ্টরহিত গমনযোগ্য পথযুক্ত জলাশয়গুলিতে শুদ্ধ নির্মল জলপান করা, চোর যাতে পশুদের হরণ করতে না পারে এবং ব্যাঘ্র–জাতীয় হিংস্রপশু যাতে ক্ষতি করতে না পারে তারজন্য সর্বদা সজাগ থাকা, চারণযোগ্য জঙ্গলে বিচরণের পর পুনরায় পশুরা নিজ নিবাসস্থানে (গোশালা) ফিরেছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া, পশুদের জ্বর ইত্যাদি রোগ–আরোগ্যের প্রতি বিশেষ ধ্যান দেওয়া প্রভৃতি। এইভাবে গো–জাতির অর্থাৎ সমগ্র গৃহপালিত পশুদের পরিচর্যা করলে অবশ্যই তারা সন্তান–সন্ততি সহ সমৃদ্ধিলাভ করবে এবং প্রভু পশুসম্পদে সমৃদ্ধ (ধনী) হবে। এই সকল গাভী অধিক দুগ্ধ প্রদান করে গৃহস্বামীকে দুগ্ধ, ঘৃত দ্বারা সমৃদ্ধশালী করে। আবার পশুকামী ব্যক্তিদের উত্তম প্রকারের সহস্র পশু, পশুর জন্য তৃণ জলযুক্ত নিবাস স্থান, গাভীর গর্ভলাভের জন্য ঔষধ ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য পশুযাগের নির্দেশ দেওয়া

[37] প্রজাবতীঃপুরুরূপাইহস্যুরিন্দ্রায়পূর্বীরুষসোদুহানাঃ।। (ঋ.বেদ–৬.২৮.১)

[38] উপতেস্তোমম্পশুপাইবাকরংরাস্বাপিতর্মরুতাংপুষ্নমস্মে। (ঋ.বেদ– ১.১১৪.৯)

[39] 'গব্যূতিমা শাস্তে ন প্রমায়ুকো ভবতি' (তৈ.সং.–২.৬.৯.১৩)

[40] লুব্ধকশ্বগণিভিরপাস্তস্তেনব্যলপরবাধভয়মৃতুবিভক্তমরণ্যং চারয়েয়ুঃ। (অর্থ.–২.৪৫.২৯)

[41] সূয়বসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অধা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী।। (অ.বেদ–৭.৭৩.১১)
প্রজাবতীঃ সূয়বসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু।। (অ.বেদ– ৭.৭৫.১)
পদজ্ঞা স্থ রমতয়ঃ সংহিতা বিশ্বনাম্নীঃ। উপ মা দেবীর্দেবেভিরেত।
ইমং গোষ্ঠমিদং সদো ঘৃতেনাস্মাস্তসমুক্ষত।। (অ.বেদ–৭.৭৫.২)

হয়েছে[42]। মনুষ্য এবং গৃহপালিত পশু বিশেষ করে গো-জাতি বিভিন্ন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এজন্য রুদ্রদেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যে, হে রুদ্র! আমাদের গাভী, অশ্ব এবং অন্যান্য লোকজনদের ঔষধি দাও, যাতে আমাদের আরোগ্য হয়। আমাদের মেষ ও মেষী যেন রোগরহিত হয়ে সুষ্ঠ বিচরণ করতে পারে[43]। হেমন্ত ঋতুতে পশুরা বেশি কষ্ট পায়- 'হেমন্ পশবোঽব সীদন্তি' (তৈ.সং.-২.৬.১.১), তাই এই সময়-কালে পশুদের অধিক প্রযত্ন নেওয়া উচিত। অথর্ববেদে[44] এইসব রোগের কারণরূপে নানা প্রকার আকার-আকৃতি ও বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট কৃমির উল্লেখ আছে। দৃশ্য (চোখে দেখা যায়) এবং অদৃশ্য (চোখে দেখা যায় না) এইরূপ দুই প্রকার কৃমি, জালের সমান কৃমি- যারা শরীরের অভ্যন্তরে থেকে রোগ উৎপন্ন করে এবং অল্গণ্ডু ও শল্ গ নামক কৃমি শরীরের রক্ত এবং মাংসকে দূষিত করে। এই সকল কৃমিকে ইন্দ্রদেবের মহান শীলার দ্বারা, মন্ত্র দ্বারা এবং বিভিন্ন ঔষধি দ্বারা নষ্ট করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃমিকুল (কৃমিদের রাজা, মন্ত্রী, মাতা, ভাই এবং ভগিনী সহ) নষ্ট হবে[45]। এরা পর্বত, বন-জঙ্গল, ঔষধি এবং পশুদের মধ্যে অবস্থান করে এবং ক্ষতস্থানের মুখ দিয়ে অথবা খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি দ্বারা শরীরে প্রবেশ করে অন্ত্র, মস্তক ইত্যাদি শরীরের অবয়বে উৎপন্ন হয়[46]। আবার সূর্যদেবের (আদিত্য) নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে-

উদ্যন্নাদিত্যঃ ক্রিমীন্ হন্তু নিম্রোচন্ হন্তু রশ্মিভিঃ।
যে অন্তঃ ক্রিময়ো গবি।। (অ.বেদ- ২.৩২.১)
উত পুরস্তাৎ সূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
দৃষ্টাশ্চ ঘ্নন্নদৃষ্টাশ্চ সর্বাশ্চ প্রমৃণন্ ক্রিমীন্।।
(অ.বেদ- ৫.২৩.৬)

অর্থাৎ সূর্যদেব তাঁর নিজস্ব ব্যাপক রশ্মির দ্বারা গাভীদের শরীরের মধ্যে উদয় হওয়া এবং দৃশ্য, অদৃশ্য কৃমিকে সংহার করবে। সুতরাং তৎকালিন সময়ে সূর্যের উত্তপ্ত কিরণকে কীটনাশকরূপে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। আবার ওষধিপালকের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যে, হে ওষধিপালক! তুমি ধনবান, ওষধির জন্য তোমায় স্মরণ করছি। তুমি ওষধির বর্ধন কর, তা হলে আমাদের পশুগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে[47]।

অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী গাভী অর্থাৎ গায়, অশ্ব, গাধা প্রভৃতির প্রসবকালে একটি বাচ্ছা হওয়ায় ভালো, কারণ যমজ বাচ্ছা প্রসব হওয়া প্রসবিনীর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এইরূপ গাভীকে গৃহের জন্য অমঙ্গলজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যমজ বাচ্ছা প্রসবকারী গাভীকে 'যমিনী' বলা হয়েছে[48]। সায়ণাচার্য 'যমিনী' পদের অর্থ করেছেন-

---

[42] তৈ.সং.- ২.১.৫.১-১৬ (সম্পূর্ণ-সূক্ত)

[43] 'ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজমথো অস্মভ্যং ভেষজং সুভেষজমং যথাঽসতি। সুগং মেষায় মেষ্যা' (তৈ.সং.- ১.৮.৬.৭, ৮)

[44]সরূপৌ দ্বৌ বিরূপৌ দ্বৌ কৃষ্ণৌ দ্বৌ রহিতৌ দ্বৌ।
বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ গৃধ্রঃ কোকশ্চ তে হতাঃ।। (অ.বেদ- ৫.২৩.৪)
যে ক্রিময়ঃ শিতিকক্ষা যে কৃষ্ণাঃ শিতিবাহবঃ।
যে কে চ বিশ্বরূপাস্তান্ ক্রিমীন্ জম্ভয়ামসি।। (অ.বেদ- ৫.২৩.৫)
যেবাষাসঃ কঙ্কষাস এজত্কাঃ শিপবিল্লকাঃ।
দৃষ্টশ্চ হন্যতাং ক্রিমিরুতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্।। (অ.বেদ- ৫.২৩.৭)
ত্রিশীর্ষাণং ত্রিককুদং ক্রিমিং সারঙ্গমর্জুনম্।
শৃণাম্যস্য পৃষ্টীরপি বৃশ্চামি যচ্ছিরঃ।। (অ.বেদ- ৫.২৩.৯)

[45] দৃষ্টমদৃষ্টমত্হমথো কুরুরুমত্হম্।
অল্গণ্ডুন্সর্বান্ছলুনান্ ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি।। (অ.বেদ- ২.৩১.২)
অল্গণ্ডুন্ হন্মি মহতা বধেন দূনা অদূনা অরসা অভূবন্।
শিষ্টানশিষ্টান্ নি তিরামি বাচা যথা ক্রিমীণাং নকিরুচ্ছিষাতৈ।। (অ.বেদ- ২.৩১.৩)
ইন্দ্রস্য যা মহী দৃষৎ ক্রিমের্বিশ্বস্য তর্হণী।
তয়া পিনষ্মি সং ক্রিমীন্ দৃষদা খল্বাঁ ইব।। (অ.বেদ- ২.৩১.১)
হতো যেবাষঃ ক্রিমীণাং হতো নদনিমোত।
সর্বান্ নি মল্মষাকরং দৃষদা খল্বাঁ ইব।। (অ.বেদ-৫.২৩.৮)

অ.বেদ-৫.২৩ (এই সূক্তের প্রতিটি মন্ত্রে মন্ত্রশক্তি দ্বারা কৃমিক্ নষ্ট করার কথা ব্যক্ত হয়েছে)
হতো রাজা ক্রিমাণামুতৈষাং স্থপতির্হতঃ।
হতো হতমাতা ক্রিমির্হতভ্রাতা হতস্বসা।। (অ.বেদ- ২.৩২.৪)

[46] যে ক্রিময়ঃ পর্বতেষু বনেষ্বোষধীষু পশুষ্বপ্সুন্তঃ।
যে অস্মাকং তন্বমাবিবিশুঃ সর্বং তদ্বন্মি জনিম ক্রিমাণাম্।। (অ.বেদ-২.৩১.৫)
অন্বাল্ত্র্যং শীর্ষণ্যমথো পার্ষ্টেয়ং ক্রিমীন্
অবস্কবং ব্যধ্বরং ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি।। (অ.বেদ- ২.৩১.৪)

[47] 'রেবদস্যোষধীভ্যস্ত্বৌষধীর্জিন্বেত্যহৌষধীষ্বেব পশূন্ প্রতি ষ্ঠাপয়ত্য' (তৈ.সং.- ৩.৫.২.১২)

[48] একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা সং বভূব যত্র গা অসৃজন্ত ভূতকৃতো বিশ্বরূপাঃ।
যত্র বি জায়তে যমিন্যপর্তুঃ সা পশূন্ ক্ষিণাতি রিফতী রুশতী।। (অ.বেদ- ৩.২৮.১)
এষা পশূন্সং ক্ষিণাতি ক্রব্যাদ্ ভূত্বা ব্যদ্বরী।

'গৌঃ যমিনী যমলবৎসোপেতা বিজায়তে প্রসূতে সা যমলসৃষ্টিঃ'।

পশুদের প্রজনন অর্থাৎ বংশ-বিস্তার সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে সোমকে রেতের (ডিম্বানু) ধারক এবং পূষাকে সন্তানের পোষক অর্থাৎ সোম রেত দেয় এবং পূষা (বীর্য) সন্তান উৎপন্ন করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে- 'সোমো বৈ রেতোধাঃ পূষা পশূনাং প্র জনয়িতা সোম এবাস্মৈ রেতো দধাতি পূষা পশূন্ প্র জনয়' (তৈ.সং.- ২.১.১.১০)। এই অনুরূপ মন্ত্র অন্যত্র পরিলক্ষিত হয়[49]। আবার ত্বষ্টার ইচ্ছাতেই রেতের বিকার সাধন করে প্রজা (পুত্র-পৌত্র, পশু ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়[50]। অন্যত্র একটি সম্পূর্ণ সুক্তে[51] গর্ভকে হরিতবর্ণ এবং যোনিকে হরিতবর্ণ বলা হয়েছে। গর্ভের প্রবর্তক এবং নির্গমনকারী দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যে, তিনি যেন গর্ভকে আবর্তিত ও নির্গমন করেন। আবার ইন্দ্র যেন গর্ভকে সকল দিকে ব্যপ্ত করেন। এখানেই বশার (গর্ভবতী গাভী) গর্ভ থেকে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করা অর্থাৎ যত্নসহকারে প্রসবের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার গর্ভধারণের জন্য বহু সারযুক্ত নানারূপ শুদ্ধ শুক্র গর্ভে গমনের কথা উল্লেখ হয়েছে। আবার অগ্নিকে পুত্র-পৌত্রের সঙ্গে পশুদের প্রাণের মধ্যে সাবধানে থাকার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে অর্থাৎ সামান্যও দুঃখ না দিয়ে রক্ষা জন্য অনুরোধ করা হয়েছে[52]।

স্বয়ং ঋষি নিজের বল, শরীর, রোগবিহীন এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য গোজাতির নিকট অভ্যর্থনা করেছেন। গাভীদের কল্যাণপ্রদ ধ্বনিতে ঘর পবিত্র থাকে। যজ্ঞেও এদের যশোগান করা হয়। এই গায় বাছুরের সঙ্গে যুক্ত হবে, উত্তম ঘাস এবং সুখপ্রদানকারী স্বচ্ছ জল গ্রহণ করবে[53]। বেদে গাভীদের অনেক প্রজাতি এবং বিভিন্ন বৈশিষ্টের বর্ণনা পাওয়া যায়। যজুর্বেদে গাভীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে- শিল্পা, বৈশ্বদেবী, রোহিণি, ত্রবি, অবিজ্ঞাতা, সরূপা, বত্সরী, কৃষ্ণগ্রীবা, রোহিতা বশা ইত্যাদি। গরুর 'করিষ' বা 'শকৃৎ'(গোবর) এবং গোমূত্র কৃষিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হতো, এজন্য গাভীকে 'করীষিণী' বলা হয়েছে। বৈদিকযুগে খাদ্য তালিকায় দুগ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল, তাই সেযুগে গো-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বৈদিকরা সর্বদা সচেষ্ট থাকতো।

বৈদিক পরবর্তীযুগে পশুপালন-পদ্ধতি আরও ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল। । কারণ পশুপালন ধীরে ধীরে একটি উন্নত অর্থনৈতিক উৎসে রূপান্তরিত হয়। এজন্যই আচার্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পৃথক পশুবিভাগ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি গাভী, মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুদের প্রতিপালনের জন্য অধিকারী (গোঽধ্যক্ষ) নিয়োগের কথা উল্লেখ করে তাঁর করণীয় কর্তব্য হিসাবে আটটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন[54]-

১. বেতনোপগ্রাহিক[55] - গাভী পালনকারী (গোপালক), মহিষ পালনকারী (পিণ্ডারক), গায় এবং মহিষের দুগ্ধ দোহনকারী (দোহক), দই উৎপাদনকারী (মন্থক) এবং হিংস্র পশুদের হাত

উতৈনাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ তথা স্যোনা শিবা স্যাৎ।। (অ.বেদ-৩ ২৮.২)

[49] সোমো বৈ রেতোধাঃ পূষা পশূনাং প্র জনয়িতা সোম এবাস্মৈ রেতো দধাতি পূষা পশূন্ প্র জনয় (তৈ.সং.- ২.৪.৪.৪)।

[50] রেতঃ সিঞ্চতি প্রজননে প্রজননং হি বা অগ্নিঃ। অথৌষধীরন্তগতা দহতি তাস্তোতো ভূয়সীঃ প্রজায়ন্তে। যৎ সায়ং জুহোতি রেত

এব থৎ সিঞ্চতি প্রৈব প্রাতস্তনেন জনয়তি। তৎ রেতঃ সিক্তং ন ত্বষ্ট্রাঽবিকৃতং প্রজায়তে যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ স্কক্তস্য ত্বষ্টা

রূপাণি বি করোতি তাবচ্ছো বৈ তৎ প্রজায়ত এষ বৈ দৈব্যস্ত্বষ্টা যো যজতে বহ্নীভিরুপ তিষ্ঠতে রেতস এব সিক্তস্য বহুশো

রূপাণি বি করোতি স (তৈ.সং.- ১.৫.৯.১-৬)

[51]'যস্যাস্তে হরিতো গর্ভোঽথো যোনির্হিরণ্যয়ী।' (তৈ.সং.-৩.৩.১০.২),

'আ বর্তন বর্তয় নি নিবর্তন বর্তয়েন্দ্র নর্দবুদ।' (তৈ.সং.-৩.৩.১০.৩)

বি তে ভিনদ্মি তকরীং বি যোনিং বি গবীন্যৌ। বি মাতরং চ পুত্রং চ বি গর্ভ চ জরায়ু চ।। (তৈ.সং.- ৩.৩.১০.৪),

'বহিস্তে অস্তু বালিতি' (তৈ.সং.- ৩.৩.১০.২), ' উরুদ্রপ্সো বিশ্বরূপ ইন্দুঃ পবমানো ধীর আনঞ্জ গর্ভম্।।' (তৈ.সং.-৩.৩.১০.৬)

[52] স নঃ প্রজাস্বাত্মসু গোসু প্রাণেষু জাগৃহি।। (অ.বেদ-৩.১৫.৭)

[53] যূয়ং গাবো মেদযথা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎ কৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্ বো বয় উচ্যতে সভাসু।।
প্রজাবতীঃ সূয়বসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তী।
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু।।
(অ.বেদ-৪.২১.৬-৭)

[54] গোঽধ্যক্ষো বেতনোপগ্রাহিকং করপ্রতিকরং ভগ্নোৎসৃষ্টকং ভাগানুপ্রবিষ্টকং ব্রজপর্যগ্রং নষ্টং বিনষ্টং ক্ষীরঘৃতসঞ্জাতং চোপলভেত। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[55] গোপানকপিণ্ডারকদোহকমন্থকলুব্ধকাঃ শতং শতং ধেনূনাং হিরণ্যভৃতাঃ পালয়েয়ুঃ। ক্ষীরঘৃতভৃতা হি বৎসানুপন্যুরিতি বেতনোপগ্রাহিকং।
(অর্থ.-২.৪৫.২৯)

থেকে গায়, মহিষ ইত্যাদি পশুদের রক্ষক (লুব্ধক) –এই পাঁচজন নিযুক্ত কর্মচারী একশত একশত করে গায়, মহিষ পালন করবে। বেতন হিসাবে এদের নগদ অর্থ অথবা অন্ন, বস্ত্র দিতে হবে কিন্তু দুগ্ধ, দই প্রভৃতিতে এদের কোনো অধিকার দেওয়া উচিত নয়, কারণ দুগ্ধ, দই প্রভৃতিতে এদের অধিকার দেওয়া ফলে এরা বাছুরদের মেরে ফেলবে। এইভাবে গায়, মহিষ ইত্যাদি রক্ষা করার উপায়ের নাম 'বেতনোপগ্রাহিক'।

২. করপ্রতিকর[56] – বয়স্কা, দুগ্ধবতী, গর্ভবতী, অল্পবয়স্কা এবং বাছুর –এই পাঁচ প্রকার গায়কে ২০টি করে ভাগ করে ক্রমিক অনুসারে সর্বমোট ১০০টি করে কোনো এক গো-পালককে ভাগে দিতে হবে। এর পরিবর্তে গোপালক গাভীর মালিককে আট বারক ঘৃত, এক একটি পশুর জন্য এক-এক পণ এবং সরকারী মোহরযুক্ত মৃত পশুর এক অঙ্ক চামড়া প্রতিবছর দিতে হবে, রক্ষার এই উপায়কে 'করপ্রতিকর' বলা হয়।

৩. ভগ্নোৎসৃষ্টক[57] – রোগগ্রস্থ, কানা, খোঁড়া, অনন্যদোহী, কষ্টের সঙ্গে দোহনযোগ্য এবং বাছুর ভক্ষণকারী (পুত্রঘ্নী) –এই পাঁচ প্রকার গায়কে পূর্ববৎ ১০০টি করে কোনো এক গো-পালককে ভাগে দিতে হবে। এর পরিবর্তে গো-পালক গাভীর মালিককে পরিস্থিতি অনুসারে অর্ধেক অথবা তিন ভাগের এক ভাগ অংশ দিতে হবে। এই উপায়ের নাম 'ভগ্নোৎসৃষ্টক'।

৪. ভাগানুপ্রবিষ্টক[58] – শত্রু অথবা চোরের ভয়ে যে গো-পালক নিজের গায়দের সরকারী গোশালাতে বন্ধ করে রাখে, তাঁর উচিত যে, গায় আমদানির ১০ ভাগ রাজাকে প্রদান করা। গায় রক্ষা করার এই পদ্ধতিকে 'ভাগানুপ্রবিষ্টক' বলা হয়।

৫. ব্রজপর্যগ্র[59] – ছোট বাছুর, বড় বাছুর, অল্পবয়স্কা (প্রষ্ঠৌহী), গর্ভবতী, দুগ্ধবতী, অপ্রজাতা এবং বন্ধ্যা –এই প্রকারের গায় এবং মহিষ আছে। দুইমাস বা একমাস জন্ম নেওয়া বাছুরকে উপজা বলে। এইরূপ বাছুরকে গরম লোহার সিক্কার দাগ দেওয়া উচিত। দুইমাস পর্যন্ত সরকারী গোশালাতে রাখা গায় এবং মহিষকেও দাগ দেওয়া উচিত। এই সকল রাজকীয় মোহর অথবা সিক্কার দ্বারা অঙ্কিত গায় এবং মহিষদের রং, শীং ইত্যাদি বিশেষ চিহ্ন রেজিস্টারে উল্লেখ করে রাখতে হবে। এদের এইরূপ রক্ষার পদ্ধতিকে 'ব্রজপর্যগ্র' বলে।

৬. নষ্ট[60] – নষ্ট গো-ধন তিন প্রকারের হয়, যথা – ১. চোরদের দ্বারা অপহৃত ২. অপরের গোষ্ঠে প্রবেশ এবং ৩. নিজের গোষ্ঠ থেকে বিচ্যুতি। এইরূপ অবস্থাকে 'নষ্ট' বলা হয়।

৭. বিনষ্ট[61] – পাঁকে (নরম কাদা-মাটি) গেঁথে যাওয়া, গর্তে পতিত, রোগগ্রস্থ, বয়স্কা, জল ও খাবারের অভাবে নষ্ট, বৃক্ষের নীচে চাপা পড়ে, পাহাড় অথবা পাথরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, বজ্রপাতে নষ্ট, হিংস্র পশুদের দ্বারা আক্রান্ত, সাপ, দাবানল ইত্যাদির দ্বারা নষ্ট গায়কে 'বিনষ্ট' বলা হয়েছে।

৮. ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত[62] – গাভী ও মহিষদের দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি সঞ্চয় করাই হল 'ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত'।

উপরোক্ত কর্মগুলিকে লক্ষ্য রেখে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করাই হল গোঽধ্যক্ষের কর্তব্য –

এবং রূপাগ্রং বিদ্যাৎ। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

পরবর্তী সাহিত্যে গোজাতির মহত্বের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বয়ং মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্যে রাজার দ্বারা গো- সেবার বর্ণনা করেছেন। আবার পরাশরমুনি গো-জাতিকে উপেক্ষা করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন–

কৃষির্গাবোবণিগ্ বিদ্যাঃ স্ত্রিয়ো রাজকুলানি চ।

---

[56] জরদ্ধুধেনুগর্ভিণীপষ্ঠৌহীবৎসতরীণাং সমবিভাগং রূপশতমেকঃ পালয়েৎ। ঘৃতস্যাষ্ঠৌ বারকান্ পণিকং পুচ্ছং অঙ্কচর্ম চ বার্ষিকং দদ্যাদিতি করপ্রতিকরঃ।
(অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[57] ব্যাধিতান্যঙ্গানন্যদোহীদুর্দোহাপুত্রঘ্নীনাং চ সমবিভাগং রূপশতং পালয়ন্তস্তজ্জাতিকং ভাগং দদ্যুরিতি ভগ্নোৎসৃষ্টকম্। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[58] পরচক্রাটবীভয়াদনুপ্রবিষ্ঠানাং পশূনাং পালনধর্মেণ দশভাগং দদ্যুরিতি ভাগানুপ্রবিষ্টকম্। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[59] বৎসিকা বৎসতরী পষ্ঠৌহী গর্ভিণী ধেনুশ্চাপ্রজাতা বন্ধ্যাশ্চ গাবো মহিষ্যশ্চ। মাসদ্বিমাসজাতাস্তাসামুপজা বৎসা বৎসিকাশ্চ। মাসদ্বিমাসজাতানঙ্কয়েৎ। মাসদ্বিমাসপর্যুষিতমঙ্কয়েৎ। অঙ্কং চিহ্নং বর্ণং শৃঙ্গান্তরং চ লক্ষণম্, এবমুপজা নিবন্ধয়েদিতি ব্রজপর্যগ্রম্। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[60] চোরহৃতমন্যযূথপ্রবিষ্টমবলীনং বা নষ্টম্। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[61] পঙ্কবিষমব্যধিজরাতোয়াহারাবসন্নং বৃক্ষতটকাষ্ঠশিলাভিহতমীশামব্যলসর্পগ্রাহদাবাগ্নিবিপন্নং বিনষ্টম্। প্রমাদাদভ্যাবহেয়ুঃ। (অর্থ.-২.৪৫.২৯)

[62] 'ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত' সম্বন্ধে আচার্য কৌটিল্য বিশেষ কিছু উল্লেখ করেননি, তবে পদটির সম্ভবত এইরূপ অর্থই হবে।

ক্ষণেনৈকেন সীদন্তি মুহূর্তমনবেক্ষণাত্।। (কৃ.পরা.-৮১)

এছাড়াও পরাশরমুনি মতে গো-জাতিকে রক্ষা করার জন্য গোশালা (গোয়াল ঘড়) সুদৃঢ়ভাবে নির্মান করতে হবে এবং গোশালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোবর-গোমূত্র রহিত রাখতে হবে। এইরূপ গোশালাতে গায়-বলদ পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ না করলেও তাদের বৃদ্ধি ঘটে[63]। কারণ যে গোশালা থেকে প্রতিদিন গোবর-গোমূত্র মেখে গায়-বলদ প্রভৃতি বহির্গমন করে সেখানে পুষ্টিকর খাদ্য দিয়েও কোনো লাভ হয় না-

গোশকৃন্মূত্রলিপ্তাঙ্গা বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ।। (কৃ.পরা.- ৮৮)

গোশালা অবশ্যই পাঁচটি চরণ-বিশিষ্ট হবে, কারণ এইরূপ গোশালাতে গোসম্পদের বৃদ্ধি ঘটে এবং এই গোশালা কখনই সিংহ রাশিতে সূর্যের অবস্থান কালে নির্মাণ করা অনুচিত, এর ফলে গোসম্পদ নষ্ট হয়[64]। গোশালাতে কাংস (কাঁসার) ধাতুর বাসনপাত্র, সেই পাত্রে রাখা জল, গরম ভাতের মাড়, মাছ ধোয়ার জল এবং কার্পাকের তুলো রাখা গাভীদের জন্য বিনাশকারী[65]। এছাড়াও গোশালাতে ঝাঁটা, মূসল রাখলে, আবর্জনা নিক্ষেপ করলে এবং ছাগল বাঁধলে নিশ্চিতভাবে গোসম্পদের বিনাশ হয়-

সংমার্জনী চ মূসলমুচ্ছিষ্টং গোনিকেতনে।
কৃত্বা গোনাশমাপ্নোতি তত্রাজবন্ধনাদ্ ধ্রুবম্।। (কৃ.পরা.- ৯১)

গোশালা সর্বদা জল দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে, কখনই গোবর পরিষ্কার গোমূত্র দিয়ে করা উচিত নয় এর ফলে গোসম্পদের বৃদ্ধি হয় না[66]। সন্ধ্যাবেলায় গোশালাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

সন্ধ্যায়াং তু গবাং স্থানে দীপো যতরন দীয়তে। (কৃ.পরা.- ৯৩)

এইরূপ চিত্র ভারতে আজও দেখা যায়। আবার গোসম্পদের ক্ষতি না হওয়ার জন্য অপর ব্যক্তিতে গোবর দেওয়ার ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যেমন রবিবার, মঙ্গলবার এবং শনিবারে গোবর দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে[67]। সম্ভবত তৎকালিন সময়ে কৃষিতে সার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য গোবর ক্রয়-বিক্রয় করা হত। পরাশরমুনি গোজাতিকে রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ থাকার জন্য কিছু গোপর্ব উৎসবের বর্ণনা করেছেন-

গোপূজাং কার্তিকে কুর্যাল্লুগুড়প্রতিপত্তিথৌ।
বদ্ধবা শ্যামলতাং শৃঙ্গে লিপ্তা তৈলহরিদ্রয়া।। (কৃ.পরা- ৯৯)
কুঙ্কুমৈশ্চনন্দনৈশ্চাপি কৃত্বা চাঙ্গে বিলেপনম্।
উদ্যম্য লগুড়ং হস্তে গোপালাঃ কৃতভূষণাঃ।। (কৃ.পরা- ১০০)
ততো বাদ্যৈশ্চ গীতৈশ্চ মণ্ডয়িত্বাম্বরাদিভিঃ।
ভ্রাময়েয়ুর্বৃষং মুখ্যং গ্রামে গোবিঘ্নশান্তয়ে।। (কৃ.পরা.- ১০১)
গবামঙ্গে ততো দদ্যাং কার্তিকপ্রথমে দিনে।
তৈল্যং হরিদ্রয়া যুক্তং মিলিত্বা কৃষকৈঃ।। (কৃ.পরা- ১০২)
তপ্তোলৌহং দিনে তস্মিন্ গবামঙ্গেষু দাপয়েৎ।
ছেদনং চ প্রকুর্বীত লাঙ্গূলকচকর্ণয়োঃ।। (কৃ.পরা- ১০৩)

কার্তিকমাসের প্রতিপদ তিথিতে (লগুড়) গাভী ও বলদের শিংয়ে হলুদ বাঁটার সঙ্গে তেল মিশিয়ে লেপন দিয়ে তাতে শ্যামলতা বেঁধে পূজা করতে হবে। আবার কার্তিকমাসের প্রথম দিনে কৃষকেরা একসঙ্গে গাভীদের শরীরে (অঙ্গে) হলুদ মিশ্রিত তেল মাখিয়ে দিতে হবে। তারপর বলদদের আভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত

[63] গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময়বর্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষনৈরপি বর্জিতাঃ।। (কৃ.পরা.- ৮৭)

[64] পঞ্চপদা তু গোশালা গবাং বৃদ্ধিকারী স্মৃতা।
সিংহগেহে কৃতা সৈব গোনাশং কুরুতে ধ্রুবম্।। (কৃ.পরা.- ৮৯)

[65] কাংস্য কাংস্যোদকং চৈব তপ্তমন্নং ঋষোদকম্।
কার্পাসশোধনং চৈব গোস্থানে গোবিনাশকৃত।। (কৃ.পরা.- ৯০)

[66] গোমূত্রজালকেনৈব যত্রাবস্করমোচনম্।
কুর্বন্তি গৃহমেধিন্যস্তত্র কা বাহবাসনা।। (কৃ.পরা.- ৯২)

[67] বিলদ্ধিং গোময়স্যাপি রবিভৌমশনের্দিনে।
ন কারয়েৎ ভ্রমেণাপি গোবৃদ্ধিং যদি বাঞ্ছতি।। (কৃ.পরা.- ৯৩)
বারত্রয়ং পরিত্যজ্য দদ্যাদন্যেষু গোময়ম্।
শনিভৌমার্কবারেষু গবাং হানিকারঃ স্মৃতঃ।। (কৃ.পরা.- ৯৪)

করে শরীরে ঘষা চন্দন এবং সিন্দুর দ্বারা চিত্রিত করে বস্ত্রে ঢেকে লাঠি নিয়ে সারা বৎবর গোবংশের শান্তির জন্য প্রধান বৃষভের (ষাড়ের) সামনে গান-বাজনা করতে করতে সম্পূর্ণ গ্রাম পরিক্রমা করতে হবে এবং সেই দিনে গরম লোহা দিয়ে গাভীদের অঙ্গ স্পর্শ করতে হবে। এরপর তাদের লেজের লোম এনং কান সামান্য পরিমানে কাটতে হবে। এইরূপ করলে সেই গৃহে সকল গো-জাতি সুস্থ এবং নিশ্চিতরূপে একবৎসর পর্যন্ত অনেক রোগমুক্ত থাকে-

সর্বা গোজাতয়ঃ সুস্থা ভবন্ত্যেতেম তদ্গৃহে ।
নানাব্যাধিবির্মুক্তা বর্ষমেকং ন সংশয়ঃ।।
(কৃ.পরা- ১০৪)

আবার এই গ্রন্থে গোশালা থেকে গাভীদের প্রস্থান ও প্রবেশের উপর জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান অনুসারে উচিত এবং অনুচিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। পরাশরমুনি গাভীদের প্রস্থান ও প্রবেশের জন্য তিনটি পূর্বা, ধনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা এবং শতভিষ এই নক্ষত্রগুলিকে সর্বদা শুভ বলে উল্লেখ করেছেন[68]। তবে তিনটি উত্তরা, রোহিনী, পুষ্য, শ্রবণ, হস্ত ইত্যাদি নক্ষত্ ,, সিনীবালী, চতুর্দশী, অষ্টমী ইত্যাদি তিথি এবং মঙ্গল, শনি ও রবিবারে গাভীদের প্রস্থান ও প্রবেশ করা অনুচিত বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই নক্ষত্তগুলিতে, তিথিগুলিতে এবং বারগুলিতে গাভীদের প্রস্থান ও প্রবেশ করালে গোসম্পদের বিনাশ হয়-

ত্রিষূত্তরেষু রোহিণ্যাং সিনীবালী চতুর্দশী।
পুষ্যশ্রবণহস্তেষু চিত্রায়ামষ্টমীষু।। (কৃ.পরা.- ১০৬)
গবাং যাত্রাং ন কুর্বীত প্রস্থানং বা প্রবেশনম্।
পশবস্তস্য নশ্যন্তি যে চান্যে তৃণচারিণঃ।।
(কৃ.পরা.- ১০৭)
অর্কার্কিকুজবারেষু গবাং যাত্রাপ্রবেশয়োঃ
গমনে গোবিনাশঃ স্যাৎ প্রবেশে গৃহিণীবধ।।
(কৃ.পরা.- ১০৮)

এইভাবেই পরাশরমুনি গো-জাতির আহার তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিকসম্মত বিচারধারা ব্যক্ত করেছেন।
আবার আচার্য কাশ্যপ গাভী এবং বলদের শুভ লক্ষণ, তাদের পালন-পোষণ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি তৃণ (সবুজ ঘাস), ধান্য (খড়-চারা), জল ইত্যাদি দ্বারা যত্নসহকারে হৃষ্ট-পুষ্ট বলদকে সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন-

বৃষ রাজ ত্বমেবাত্র ধনধান্যাদি বৃদ্ধিকৃৎ।
ধর্মরূপ ত্বমেবেহ তস্মাৎ ত্বাং পোষয়াম্যহম্।।
(কাশ্য. কৃ.সূ..- ২৮৩)

আবার পশুর আকার-আকৃতি, রং, রূপ, স্বাস্থ্য, শিং, খুর, স্থূলত্ব, গলকম্বল (কুকুদ), চোখ, শরীরে রোমরাশি, আবর্ত গতি ইত্যাদি অনুসারে দোষবিহীন পশুদের বর্ণনা করে সুলক্ষণযুক্ত বলদ, গাভী, মহিষ, ভেঁড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের সংগ্রহ করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। এই সকল পশু অবশ্যই কৃষিকার্যের ফলদায়ক হয়-

দোষহীনা গুণোপেতা বৃষভাঃ শুদ্ধজাতিজাঃ।
সংগ্রাহ্যা ক্ষেমসিদ্ধয়র্থ কৃষিকারৈর্বিশেষতঃ।।
(কাশ্য. কৃ.সূ..- ৩০৩)
সুলক্ষণা ধেনবশ্চ মহিষাশ্চ তথা মতাঃ।
মহিষ্যশ্চ বহুক্ষীরাঃ রক্ষণীয়াঃ কৃষিবলৈঃ।।
(কাশ্য. কৃ.সূ..-৩০৪)

আচার্য কাশ্যপের মতে পশুদের সময় অনুসারে মঙ্গলকারক খাদ্য দেওয়া উচিত, এদের প্রতিনিয়ত লালন-পালন করে রোগ থেকে রক্ষা করা উচিত[69]। গাভীদের সব সময় লালন -পালন করা এবং রক্ষা করা উচিত। গোষ্ঠস্থান অথবা গোশালা পুষ্টিপ্রদ হওয়া উচিত। গৃহপালিত সকল পশুদের গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে ছায়াতে রাখা উচিত[70]। এর ফলে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে পশুরা বাঁচতে পারে। শীতকালেও পশুদের উত্তম আহার দেওয়া উচিত এবং

[68] পূর্বাত্রয়ং ধনিষ্ঠা চ ইন্দ্রাগ্নিসৌম্যবারুণাঃ।
এতে শুভপ্রদা নিত্যং গবাং যাত্রাপ্রবেশয়োঃ।। (কৃ.পরা.- ১০৫)

[69] কালেষু পোষণীয়াশ্চ হিতাহার প্রদানতঃ।
রোগেভ্যো রক্ষণীয়াশ্চ লালনাদিভিরন্বহম্।। (কাশ্য. কৃ.সূ..- ৩০৭)

[70] ছায়াসু তাশ্চ ছাগবৃষমাদ্যাঃ ক্রিয়াকরাঃ।
মধ্যাহ্নকলে গ্রীষ্মে তু স্থাপ্যা রক্ষ্যাশ্চ ধীমতা।। (কাশ্য. কৃ.সূ..-৩১৮)

বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। তিনি ঘোষণা করেছেন-

রোগপ্রশান্তিশ্চ তথা বালবৃদ্ধাদি রক্ষণম্।
গোসহস্রং যত্র দেশে পাল্যতে প্রীতিপূর্বকম্।।
(কাশ্য. কৃ.সূ..-১৩)
তত্র দেশেষু পর্জন্যো বর্ষত্যেব ন সংশয়ঃ।
গবাং রক্ষণতো দানাৎ দেবানাং প্রীতিরুত্তমাঃ।।
(কাশ্য. কৃ.সূ..-১৪)
অতঃ প্রজানাক্ষেমাদিরিত্যেবং ভার্গবোঽবিরবীৎ।
অতঃ সর্বপ্রযত্নেন গোগণং তু কৃষীবলাঃ।।
(কাশ্য. কৃ.সূ..-১৫)

অর্থাৎ যে দেশে, এখানে 'দেশ' বলতে যে ভূ-ভাগে এক হাজার গাভী যত্নসহকারে পালিত হয় সেখানে বালক, বৃদ্ধ সকলেই রক্ষা পায়। এবং সকল রোগ শান্তিতে থাকে। যেখানে গাভীরা রক্ষা পায় সেখানে দেবতারা প্রীতি লাভ করে। আবার যেখানে গোদান করা হয় সেখানে নিশ্চিতরূপে পর্জন্যদেব (মেঘ) বর্ষণ করে। অতএব প্রজাদের কল্যাণের জন্য সর্বদা গোবংশের লালন – পালন করা উচিত। এইভাবেই আচার্য কাশ্যপ পশুপালনের বিশেষ করে গোজাতির গুরুত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

উপসংহার

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বৈদিককাল থেকেই গৃহপালিত পশু এবং অরণ্যেস্থিত পশুদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয়রা গৃহপালিত পশুদের আর্থিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্ব অবলোকন করে এক সুব্যবস্থিত পশুপালনের পদ্ধতি নির্মাণ করেছিল। বিশেষ করে গো-সম্পদের সমৃদ্ধিতে বৈদিকজাতির অবদান অতুলনীয়। পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্র, কৃষিপরাশর, কাশ্যপীয়-কৃষিসূক্তি, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে পশুপালন বিশেষ করে গো-পালনের কলা-কৌশলের বর্ণনা প্রশংসনীয়। সুতরাং প্রাচীনকালিন ভারতবর্ষের আর্থিক সমৃদ্ধিতে পশুপালনের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

গ্রন্থসূচী

১.ঋগ্বেদ - অনু. প. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী (সায়ণ-ভাষ্যসহ)
২.বাজসনেয়ী সংহিতা - (মাধ্যন্দিন শাখা), হিন্দী অনু. ড: রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
৩.তৈত্তিরীয় সংহিতা – চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান (মূলপাঠ্য)
৪.অথর্ববেদ - সম্পা. প. রামস্বরূপ শর্মা গৌড় (সায়ণ-ভাষ্যসহ)
৫.শতপথ ব্রাহ্মণ – প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় (হিন্দি অনুবাদ)
৬.ঐতরেয় ব্রাহ্মণ - সায়ণাচার্যকৃত বেদার্থ ভাষ্য সহিত, সম্পা. সুধাকর মালবীয়
৭.তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ - সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প্র. পুষ্পেন্দ্র কুমার
৮.নিরুক্ত - যাস্ককৃত, প. মুকুন্দ ঝা
৯. অর্থশাস্ত্র – শ্রী বাচস্পতি গৈরোলা
১০.বৈদিক ইণ্ডেক্স - ম্যাকডনাল এবং কীথ (ইংরাজী)
১১.বৈদিক ইণ্ডেক্স - মৈকডাঁনল এবং কীথ (হিন্দী অনু. রামকুমার রায়),
১২.বৈদিক অর্থব্যবস্থা - মহাবীর অগ্রবাল
১৩. সংস্কৃত কৃষি শাস্ত্র - ডা. নীরজ শর্মা
১৪. Agriculture and Animal Husbandry – N. M. Kansara